যুগান্তর

তারিখ 11 MAY 2013
পৃষ্ঠা ২০

পছন্দের কলেজে আসনপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তা

এবার ভর্তির জন্য উদ্বেগ-উত্তেজনা

মুশতাক আহমদ

সদ্য এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের চোখে ঘুম নেই। সেই সঙ্গে টেনশনে পড়েছেন তাদের অভিভাবকরাও। ফল প্রকাশের পরদিনই তাদের মুখ থেকে মিলিয়ে গেছে সাফল্যের হাসি। এখন কেবল ভর্তির উদ্বেগ-উত্তেজনা। মূলত ভালো ফল করেও পছন্দের কলেজে ভর্তির অনিশ্চয়তা থেকেই এই পরিস্থিতি।

এবার এখন পর্যন্ত সরকার একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেনি। ফলে ঘোষিত হয়নি ভর্তি এবং ক্লাস শুরুর সময়সূচি। গত বছর এসএসসির ফলপ্রকাশিত হয় ৭ মে। ওইদিনই ভর্তি নীতিমালা জারি করে সরকার। আর গত বছর ১২ মে ভর্তি শুরু হয়।

তবে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, গত বছরের নীতিমালা এবার হালনাগাদ করা হবে। নতুন নীতিমালার খসড়া ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে তা জারি করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এবার ফলপ্রকাশ দু'দিন পরে হচ্ছে। যে কারণে ভর্তিও একটু পেছাবে। তবে তা বেশি পেছাবে না। গত বছরের নীতিমালার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখন তা চূড়ান্ত করা হবে। তিনি বলেন, ভর্তি প্রক্রিয়া যেদিনই শুরু হোক না কেন, ক্লাস ১ জুলাই-ই শুরু হবে।

উল্লেখ্য, সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ভর্তিযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তিন হাজার ৭৫৭টি। যার মধ্যে মানসম্মত কলেজের সংখ্যা মাত্র ১৬৬টি। এ কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ৫০ হাজারের চেয়েও কম। অথচ এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯১ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী। তাই ভালো ফল করেও অধিকাংশ শিক্ষার্থী মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে। পছন্দের কলেজে ভর্তির নিশ্চয়তা নেই। এ অবস্থায় জিপিএ-৫ অর্জনের পরও শিক্ষার্থীদের মনে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। আর জিপিএ-৫ ছাড়া অন্য ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের ভাগ্যে কি আছে, সেটা নিয়ে তো রয়েছে ঘোরতর অনিশ্চয়তা। উদ্বেগ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

উদ্বেগ : ভাতর জন্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্যমতে, ঢাকা বিভাগে ৭০টি, রংপুর বিভাগে রয়েছে ২৯টি, বরিশাল বিভাগে ১২টি, রাজশাহী বিভাগে পাঁচটি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭টি, খুলনা বিভাগে ১১টি এবং সিলেট বিভাগে ২২টি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

অভিভাবকরা মনে করেন, শিক্ষাখাতে সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণে পাসের হার বাড়লেও সে অনুপাতে বাড়েনি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফলে ভর্তি সংকট রয়েছেই।

ভর্তির আসন কত : সারাদেশে একাদশ শ্রেণীতে আসন সংখ্যা নিয়ে পোষক ধাঁধা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এক নথিতে দেখা গেছে, সারাদেশে কলেজে আসন রয়েছে ৮ লাখ ১০ হাজার। এটা ২০১১ সালের মে মাসের কথা। ওই বছরের এসএসসির ফল প্রকাশের পর যখন শিক্ষার্থী ভর্তির আসন সংকট নিয়ে শোরগোল ওঠে, তখনই মন্ত্রণালয়ের শীর্ষপর্যায় থেকে ঘোষণা আসে যে, সারাদেশে একাদশ শ্রেণীতে আসন রয়েছে ১৭ লাখ ৩৪ হাজার ৩৬৬টি।

আবার এর আগের বছর ২০১০ সালের এসএসসির ফল প্রকাশের পর বলা হয়েছিল কলেজে ভর্তিযোগ্য আসন রয়েছে ১১ লাখ ৩৭ হাজার ৫৬৯টি। এরমধ্যে মাদ্রাসায় একাদশ শ্রেণীতে আসন রয়েছে ১ লাখ ৮৫ হাজার আর কারিগরিতে রয়েছে ১ লাখ ৯১ হাজার ৫৮৫টি।

এ অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে, এক বছরের ব্যবধানে (২০১১ সালে) তা ১৭ লক্ষাধিক হয় কীভাবে? সূত্র জানিয়েছে, ২০১১ সালের পর দু'বছরে সারাদেশে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির রেকর্ড কমই। সর্বসাকুল্যে তা লক্ষাধিক হবে। সেই বিবেচনায় ২০১৫ সালের দেয়া তথ্য সঠিক ধরা হলে বর্তমানে সারাদেশে ভর্তিযোগ্য আসন সংখ্যা ১২ লাখের বেশি। তবে এই হিসেবে এবার এসএসসি ও সমমান উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর তুলনায় আসন সংখ্যায় তেমন পার্থক্য নেই।

শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, ভর্তির আসনের কোনও সংকট নেই। সংকট যা তা হল ভালো কলেজে ভর্তির। তিনি আরও বলেন, সবাই ভর্তি হতে পারবে। কেউ ভর্তি বঞ্চিত হবে না।

শিক্ষা সচিব ওক্তবার বিকালে ঘুণাক্ষরকে বলেন, গত বছরের (২০১২ সাল) তুলনায় এবার আসন সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। তিনিও বলে করেন, ভর্তির ক্ষেত্রে আসন সংকট হবে না। সমস্যা বরাবরের মতোই ভালো কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে হবে।

ফজিলাতুন্নেসা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি : ভর্তি সংকটের কারণেই সরকার রাজধানীতে ৬টি কলেজ ও ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। ওই ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম ধাপে নির্মিত ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহাবিদ্যালয় ও শেখ রাসেল সরকারি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শেষপর্যায়ে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ৩১ মে তা সরকারের কাছে হস্তান্তর করবে। উভয় প্রতিষ্ঠান রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায়। শিক্ষাসচিব জানান, এ দুটির মধ্যে ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহাবিদ্যালয়ে এবার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এদের শিক্ষার সেশন ১ জুলাই শুরু হবে। আর শেখ রাসেল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিতে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে আগামী ১ জানুয়ারি। তিনি বলেন, আপাতত কলেজটিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা যাবে না। এ কারণে সেখানে ডেপুটেশনে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। উভয় প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে। জানা গেছে, কলেজটিতে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা- তিন ধারাই থাকবে।

গত বছর নীতিমালা মানা হয়নি : নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও গত বছর ৩টি কলেজ তা মানেনি ভর্তির ক্ষেত্রে। খোদ শিক্ষামন্ত্রী ওক্তবার বিকালে আলাপকালে এ কথা স্বীকার করেছেন। ওই তিনটির মধ্যে দুটিই খ্রিস্টান মিশনারিদের পরিচালিত। এর বাইরে বাণিজ্যিক কলেজগুলোর ভর্তি ও শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে নানা হেলেসমতি তো রয়েছেই। ওইসব প্রতিষ্ঠান নানাভাবে ম্যানেজ করে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। এসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ঢাকায় নিত্যনতুন বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পড়ে উঠছে। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, এবার সেই নীতিমালা মানা হবে কি-না। শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে বলেন, যারা মানেনি, তারা এবারও কথা বলতে চাচ্ছে। আমাদের কথা হচ্ছে, সরকারি নির্দেশনা মানার রীতি তো অনন্তকাল চলতে পারে না। অবশ্যই মানতে হবে। এবার কে কে ব্যবস্থা করা হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম বলেন, ভর্তির ব্যাপারে ইতিমধ্যে কলেজ প্রধানদের নিয়ে বৈঠক করা হবে। তাদের মতামত নিয়েই খসড়া নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে। সুতরাং নীতিমালা না মানার কোনও সুযোগ নেই।

শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন : এদিকে বিগত কয়েক বছরের প্রধিবমাত্রায় পাসের দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রেক্ষিতে শিক্ষার মানের প্রশ্নটি বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি এত পাসের নেপথ্য কারণ নিয়েও চলছে নানা অনুসন্ধান। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। এসএসসি-এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি দেখিয়ে তারা সামগ্রিক বাহবা কুড়ানোর কৌশল নিয়েছে। আবার পাসের হার বৃদ্ধির নেপথ্যে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের বাইরে নানা নেতিবাচক কাণ্ডও চলছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নকল, উদারভাবে খাতা দেখার নির্দেশনা ইত্যাদি রয়েছে। আর এ কারণে প্রশ্নের মুখে পড়েছে শিক্ষার মান।

শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্নের বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, এসএসসি-এইচএসসি পর্যায়ে ডাবল জিপিএ-৫ লাভ করেও অনেকেই উচ্চশিক্ষায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় টিকতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের দৃষ্টান্ত বেশি।

ফলাফল চ্যালেঞ্জ করা যাবে : এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের শেষ তারিখ ১৬ মে। ফল প্রকাশ হওয়ার পর বা ১০ মে থেকে সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা যাবে। এবারও যথারীতি মোবাইলের মাধ্যমেই আবেদন করতে হবে।

শুধু টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল দিয়ে মেসেজ অপশনে গিয়ে RSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে বিষয় কোড লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি পত্রের জন্য ১২৫ টাকা হারে ফি প্রযোজ্য হবে। ফিরতি এসএমএস এ আবেদন ফি বাবদ কত টাকা কেটে নেয়া হবে তা জানিয়ে একটি পিন নম্বর দেয়া হবে। আবেদনে সম্মত থাকলে মেসেজে গিয়ে RSC লিখে স্পেস দিয়ে YES লিখে স্পেস দিয়ে পিন নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে কন্ট্রোল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। যেসব বিষয়ে দুটি পত্র (বাংলা ও ইংরেজি) রয়েছে সেসব বিষয়ে একটি বিষয় কোড (বাংলার জন্য ১০১, ইংরেজির জন্য ১০৭) এর বিপরীতে দুটি পত্রের জন্য আবেদন হিসেবে গণ্য হবে এবং আবেদন ফি হিসাবে ২৫০ টাকা লাগবে। একই এসএমএস এর মাধ্যমে একাধিক বিষয়ের জন্য আবেদন করা যাবে। এক্ষেত্রে বিষয় কোড পর্যায়ক্রমে কমা দিয়ে লিখতে হবে।